কালিমা তাইয়্যেবার (لَآ اِلَهَ اِلّا اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوُل اللّهِ) প্রমাণ

ইমাম আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল বায়হাক্বী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু:৪৫৮ হিজরী) তার কিতাব আল আসমাউস সিফাত এ বর্ণনা করেছেন,

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , ثنا محمد بن إسحاق , ثنا يحيى بن صالح الوحاظي , ثنا إسحاق بن يحيى الكلبي , ثنا الزهري , حدثني سعيد بن المسيب , أن أبا هريرة , رضي الله عنه أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أنزل الله تعالى في كتابه فذكر قوما استكبروا فقال: {إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون} [الصافات: 35] وقال تعالى: {إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها} [الفتح: 26] وهي **لا إله إلا الله محمد رسول الله** " استكبر عنها المشركون يوم الحديبية يوم كاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية المدة

আমাদেরকে আবু আব্দুলাহ আল হাফিজ (ইমাম হাকিম নিশাপুরী) খবর দিয়েছেন, (তিনি বলেন), আমাদের নিকট আবুল আব্বাস মোহাম্মদ বিন ইয়াকুব হাদীস বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন), আমাদের নিকট মোহাম্মদ বিন ইসহাক (ইবনে জাফর, আবু বকর আস-সগানী)হাদীস বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন)আমাদের নিকট ইয়াহিয়া বিন সালেহ আল-ওহাযী হাদীস বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আমাদের নিকট ইসহাক ইবনে -ইয়াহিয়া আল কালবি হাদীস বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আমাদের নিকট জুহুরী (ইবনে শিহাব)বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাকে সাইদ ইবনুল মুসাইব হাদীস বর্ণনা করেছেন, নিঃসন্দেহে এটাকে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন আপনি(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজের কিতাবে নাযিল করেছেন,অতপর এক গোত্রের কথা উল্লেখ করেছেন যারা তাকবীর দিতো। অতপর তিনি বলেন, তাদেরকে যখন বলা হত আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, তারা তখন অহংকার করত(আস-সফফাত:৩৫)

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

যখন কাফেররা তাদের অন্তরে অহমিকা পোষন করেছিলো, জাহেলী যুগের অহমিকা। তখন আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর ও মোমিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন, তাকওয়ার বাণী তাদের জন্য অপরিহার্য করলেন, আর তারাই ছিল এর সর্বাধিক উপযুক্ত ও এর অধিকারী।(আল-ফাতহ:২৬)

আর ওটা (কালিমায়ে তাকওয়া) **লা ইলাহ ইল্লা আল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ**।

হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মুশরিকদের সাথে সন্ধি করেছিলেন ওই সময় মুশরিকরা এই কালিমা থেকে অহংকার করেছিলো।

(الأسماء والصفات للبيهقي খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৩ হা-১৯৫)

এই বর্ণনার সনদ হাসান লিযাতিহ।

এই বর্ণনার রাবীদেও মধ্যে ইমাম হাকিম নিশাপুরী, আবুল আব্বাস মোহাম্মদ বিন ইয়াকুব আল আছাম, মোহাম্মদ বিন ইসহাক বিন জাফর আবু বকর আছ ছাগানি। জহুরী ইবনে শিহাব, সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব সকলেই সর্বোচ্চ পর্যায়ের ছিকাহ রাবী।

يحيى بن صالح الوحاظى الدمشقي ইয়াহিয়া বিন ছলেহ আল-ওহাজী সহীহ বুখারী (৩৬১,৪১১,৮২৫...) ও সহীহ মুসলিমের (১৫১০,১৫১৪,২০৫১) রাবি, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ এর উসতাজ এবং জমহুর মহাদ্দিসিনের নিকট সিকাহ।

نا عبد الرحمن نا أبو زرعة الدمشقي قال قلت ليحيى بن معين ما تقول في يحيى بن صالح الوحاظى فقال: ثقة.

نا عبد الرحمن قال سألت ابى عن يحيى بن صالح الوحاظى فقال: صدوق

ইয়াহিয়া ইবনু মঈন বলেছেন সিকাহ ,ইমাম আবু হাতিম আর-রাজী বলেছেন সুদুক।

(الجرح والتعديل খন্ড-৯, পৃষ্টা- ১৫৮)

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: يحيى بن صَالح الشَّامي وَيحيى ثِقَة ইয়াহিয়া সিকাহ।

(الضعفاء الصغير খন্ড-১, পৃষ্টা-৫৩)

ইয়াহিয়া বিন ছলেহ এর ব্যপারে যে সকল মুহাদ্দিসদের জারাহ পাওয়া যায়।

১) আহমাদ বিন হাম্বাল ২) ইমাম উকাইলি ৩)ইসহাক বিন মানছুর ৪) আবুল আহমাদ আল-হাকিম

يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ الْحِمْصِيُّ جَهْمِيٌّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْوُحَاظِيِّ، فَقَالَ: رَأَيْتُهُ فِي جِنَازَةِ أَبِي الْمُغِيرَةِ , فَجَعَلَ أَبِي يَصِفُهُ , فَقَالَ أَبِي: أَخْبَرَنِي إِنْسَانٌ، مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ لَوْ تَرَكَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ عَشَرَةَ أَحَادِيثَ - يَعْنِي هَذِهِ الَّتِي فِي الرِّوَايَةِ - قَالَ أَبِي: كَأَنَّهُ يَرَى رَأْيَ جَهْمٍ.

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ এর জারাহ এর বুনিয়াদ(মূল উৎস) এই বর্ণনা যা মাজহুল রাবীর কারণে অপ্রমানিত।

(الضعفاء الكبير খন্ড-৪, পৃষ্টা- ৪০৮, রাবী নাং: ২০৩৪)

এ ছাড়া ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ এর তাওসিক(সত্যায়ন) এর বিপরিত।

أبو زرعة قال لم يقل يعني أحمد بن حنبل في يحيي بن صالح إلا خيرا

আবু যারা'আ দিমাস্কি বলেছেন, আহমাদ বিন হাম্বল, ইয়াহিয়া বিন ছলেহ এর ব্যপারে শুধু উত্তমই বলেছেন।

(تاريخ دمشق খন্ড-৬৪, পৃষ্টা-২৮০ , সনদ সহহী)

ইসহাক বিন মানছুর এর জারাহ,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، وَكَانَ مُرْجِئًا خَبِيثًا دَاعِي دَعْوَةٍ , لَيْسَ بِأَهْلٍ لِيُرْوَى عَنْهُ

এর সনদে আব্দুল্লাহ বিন আলী রয়েছেন, মুহাদ্দিসিন থেকে তার তাওসিক(সত্যায়ন) পাওয়া যায়নি একারণে এই জারাহ অপ্রমানিত।

ইমাম উকাইলি রহিমাহুল্লাহ এর জারাহ আয-যুয়াফাউল কবীর(الضعفاء الكبير) এ পাওয়া যায়নি।

কিন্তু তারিখে দিমাস্ক এ জারাহ পাওয়া যায়,

أنا محمد بت المظفر بن بكران أنا أبو الحسن العتيقي أنا يوسف بن أحمد أنا أبو جعفر العقيلي

এই সনদের রাবী ইউসুফ বিন আহমাদের তাওসিক(সত্যায়ন) মুহাদ্দিসিন থেকে পাওয়া যায়নি (মাজহুলুল হাল) হওয়ার কারণে এই জারাহ প্রমানিত নয়।

(تاريخ دمشق খন্ড-৬৪, পৃষ্টা-২৮১)

আবু আহমাদ আল হাকিম এর জারাহ জুমহুর মুহাদ্দিসীন এর তাওসিক এর মোকাবেলায় প্রত্যাখ্যাত।

أنبأنا أبو جعفر محمد بن أبي علي أنا أبو بكر الصفار أنا أحمد بن علي بن منجوية أنا أبو أحمد الحاكم قال أبو زكريا يحيى بن صالح الوحاظي الحمصي سمع مالك بن أنس الأصبحي وفليح بن سليمان ليس بالحافظ عندهم

(تاريخ دمشق খন্ড-৬৪, পৃষ্টা-২৭৯ , সনদ সহীহ)

হাফিজ যাহাবী বলেছেন, ثقة في نفسه، تكلم فيه لرأيه

তিনি সিকাহ ছিলেন, তার রায় এর কারণে তার প্রতি কালাম(জারাহ) (আবু আহমাদ আল-হাকিম ও অন্যরা) করা হয়েছে।

(معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد পৃষ্টা- ,১৮৫ রাবী নাং-৩৬৮)

হাফিজ ইবনে হাজার বলেছেন,

خَالِدٌ وَيَحْيَى بْنُ صَالِحٍ وَهُمَا ثِقَتَانِ

খালিদ (বিন মাখলাদ) এবং ইয়াহিয়া বিন ছলেহ দুজনই সিকাহ

(فتح الباري খন্ড-৯, পৃষ্টা-৫২৪ , হাদিস:৫৩৭৮)

এ ছাড়াও বলেছেন,

صدوق من أهل الرأي

ছদুক, আহলুর রায়

(تقريب التهذيب **খন্ড-১** পৃষ্টা-৫৯১ রাবী নাং-৭৫৬৮)

তাকরিবুত তাহযীব এর মুহাক্কিক লিখেছেন,

بل ثقة

অবশ্যই সিকাহ।

(تحرير تقريب التهذيب **খন্ড-৪** পৃষ্টা-৮৮ রাবী নাং-৭৫৬৮)

পর্যালোচনা: **ইয়াহিয়া বিন ছলেহ সিকাহ এবং সহীহ হাদিস** বর্ণনাকারী।

إسحاق بن يحيى بن علقمة الكلبي ইসহাস বিন ইয়াহিয়া বিন আলকমাহ আল-কালবি।
সহীহ বুখারীর সাওয়হেদে রাবী। (৬৮২, ১৩৫৫ , ৩২৯১,৩৪৪৩)
হাফেজ ইবনে হিব্বান তাকে কিতাবু সিকাহ তে বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ ইবনে হিব্বানে তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। (৬১০৬) (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)

ইমাম দারাকুতনি বলেছেন, أَحَادِيثه صَالِحَة وَالْبُخَارِيّ يستشهده وَلَا يعتمده فِي الْأُصُول
তার হাদিস উত্তম। ইমাম বুখারীর শাওয়াহেদে হিসেবে তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন কিন্তু মূল এর ক্ষেত্রে তারপর ভরসা করেন নি।
(سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني পৃষ্টা-১৮৫ রাবী নাং-২৮০)

নোট : بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة
ইমাম বুখারীর শাওয়াহেদে হিসেবে যার থেকে হাদীস গ্রহণ করেন ইমাম বুখারীর নিকট তিনি সিকাহ (বিশেষভাবে তার উপরে কালাম সাব্যস্ত হলে তা অন্য কথা)।
(شروط الأئمة الستة، محمد بن طاهر المقدسي পৃষ্টা-১৮)

আবু আওয়ানা সহীহ আবু আওয়ানা তে তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। (২২১০)
হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন ছুদুক (সত্যবাদী) বলা হয় সে তার পিতাকে হত্যা করেছিল।
পিতাকে হত্যা করার যে কাহিনি তাহজিবুল কামাল (تهذيب الكمال (২/ ৪৯৩) বর্ণিত হয়েছে তা অসমপূর্ণ সনদে।

قال: أبو عوانة: وسمعت أبا بكر الجذامي، سمعت ابن عوف

قال:يقال হিসাবে বর্ণিত, এই কাহিনি অনেকগুলো কারণে প্রত্যাখ্যাত:

১. আবু আওয়ানা পর্যন্ত সনদ গায়েব
২. আবু বকর আল খাজরামী অপরিচিত
৩. يقال বলা হয়, বক্তার পরিচয় জানা যায় না।

ذكره مُحَمَّد بن يحيى بن صالح الذهلي في الطبقة الثانية من أصحاب الزُّهْرِيّ.

وَقَال: مجهول، لم أعلم له رواية غير يحيى بْن صالح الوحاظي، فإنه أخرج إلي له أجزاء من حديث الزُّهْرِيّ، فوجدتها مقاربة، فلم أكتب منها إلا شيئا يسيرا.

ইমাম মিজ্জি(মৃত্যু:৭৪২) তাহাজিবুল কামালে কোন সনদ ব্যতীতই মোহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া আজ-জুহলী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ২৫৮) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি(মোহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া আজ-জুহলী) ইসহাক বিন ইয়াহিয়া কে ইমাম জুহুরীর ছাত্রদের মধ্যে তাকে দ্বিতীয়ত

তবাকায় উল্লেখ করেছেন। এবং বলেছেন, অপরিচিত। আমার জানা মতে ইয়াহিয়া বিন ছলেহ আল-ওহজাী ব্যতীত কেউ তার থেকে বর্ণনা করেন নি। তিনি(ইয়াহিয়া বিন ছলেহ আল-ওহজাী) আমার সামনে ইমাম যুহরী থেকে তার হাদিসের যুয (খন্ড) পেশ করেন তো আমি দেখেছি এই রেওয়ায়েত মাকারিব (সহহী,মকবুল,সিকাহ রাবির নিকটবর্তী) আমি ওর মধ্যে থেকে কিছু লিখেছি। (সনদ বিহীন)

(تهذيب الكمال في أسماء الرجال **খন্ড-২** পৃষ্টা-৪৯৩ রাবী নাং-৩৯০)

أبو بكر محمد بن موسى الحازمي আবু বকর মুহাম্মদ বিন মুসা আল-হাজমী(মৃত্যু: ৫৯১)

ইমাম জহুরীর ছাত্রদের তবাকাহ ছানি(দ্বিতীয়) সম্পর্কে বলেছেন, و هم شرط مسلم তারা মুসলিমের শর্ত মোতাবেক।

(شروط الأئمة الخمسة، محمد بن موسى الحازمي أبو بكر পৃষ্টা-৫৭)

জানা গেল যে এই রাবি ইমাম মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া আজ-জুহলী এর নিকট মাজহুল হলেও তার নিকট ছিকাহ, ছুদুক, সহহী হাদিসের নিকটবর্তী। (সনদ বিহীন)
যদিও তার বিপরিতে কোন জারাহ সাব্যস্ত নয়। যদি কোন জারাহ ধরেও নেওয়া হয় তা জমহুর মহাদ্দিসিনের তাওসিক এর বিপরিতে প্রত্যাখ্যাত।

পর্যালোচনা: ইসহাক বিন ইয়াহিয়া বিন আলকমাহ আল-কালবি হাসান হাদিস বর্ণনাকারী।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ এই রেওয়ায়েত ইমাম ইবনু মান্দা (মৃত্যু: ৩৯৫ হি:) شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন,

এই সনদের সাথে ইসহাস বিন ইয়াহিয়া মিলিত হয়ে এই হাদীসে আরো শক্তিশালী হয়। (আলহামদুলিল্লাহ)
(الإيمان لابن منده খন্ড-১ পৃষ্টা-৩৫৭ হাদিস-১৭৭)

দ্বিতীয় দলিল: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ এর উপরে মুসলমানদের ইজমা আছে।
হাফেজ ইবনু হাজম (মৃত্যু: ৪৫৬ হি:) লিখেছেন, فَهَذَا إجْمَاعٌ صَحِيحٌ، كَالْإِجْمَاعِ عَلَى قَوْلِ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ অতঃপর, এটা সহহী ইজমা যেভাবে লা ইলাহ ইল্লা আল্লাহ মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ এর কালিমা এর উপরে ইজমা আছে।
(المحلى بالآثار **খন্ড-১১** পৃষ্টা-৩৭)

হাফেজ ইবনু হাজম অপর স্থানে লিখেছেন, وَكَذَلِكَ مَا اتّفق عَلَيْهِ جَمِيع أهل الْإِسْلَام بِلَا خلاف من أحد مِنْهُم من تلقين موتاهم لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله আর এভাবে সমস্ত আহলে ইসলাম কোন মতানৈক্য ব্যতীত এর উপর একমত পোষন করেছে যে মৃত ব্যক্তির (মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়) লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহু কালিমার তালকিন দেওয়া উচিত।
(الفصل في الملل والأهواء والنحل **খন্ড-১** পৃষ্টা-৭৬)

জানা গেল, যে কালিমা এখলাছ: কালিমায়ে তাইয়্যেবা লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহু সহহী হাদিস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত (আলহামদুলিল্লাহ)

وما علينا الا البلاغ

মূল: মুহাদ্দিস, আবু তাহের যুবাইর আলী যাই (রহিমাহুল্লাহ) (উর্দূ)
অনুবাদ ও আরবী ইবারত সংযোজন (কিছু ক্ষেত্রে)
আবু আন-আম হুসাইন মুহাম্মদ

সনদ ও মতন সহ যে কোন প্রকার আপত্তির জবাব দেওয়ার জন্য, আমাদের উস্তাদ, **মুহাদ্দিস, আবু তাহের যুবাইর আলী যাই (রহিমাহুল্লাহ) এর** পক্ষ থেকে আমরা সর্বদা প্রস্তুত আছি। কোন প্রকার আপত্তি থাকলে তা অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন।
ishaatulhadithhazro@gmail.com